জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি পাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 21st Sept. 1960 | ১৮শ সংখ্যা

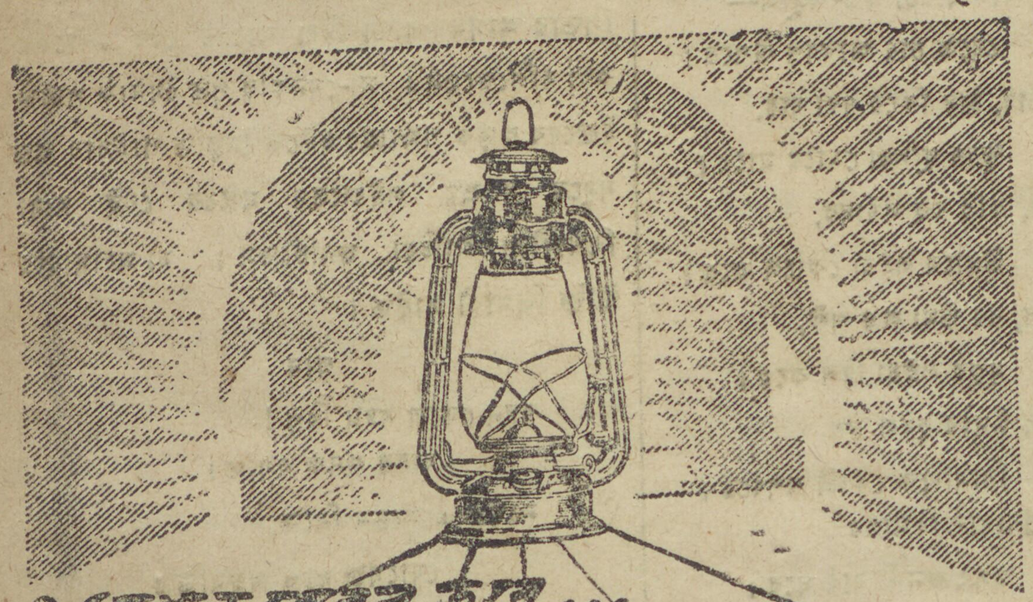

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পাওয়া-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

শারদীয় দুর্গোৎসব

—•—

রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশার্থ শরৎকালে অকাল বোধন করিয়া দুর্গা দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেব দেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া রামচন্দ্র ব্রহ্মার দ্বারা অকালে দেবীর বোধন করাইয়াছিলেন।

আপনারা অনেকেই জানেন কলিকাতার 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ষ্টেশনে প্রতি বৎসর মহালয়ার শেষ রাত্রিতে শ্রীবীরেন ভদ্র তাঁহার সঙ্গীদের সাহায্যে "মা মহামায়াকে জাগো মা! জাগো মা! বলিয়া মা মহামায়ার নিদ্রা ভঙ্গ করেন ইহাই দেবীর অকাল বোধন বা জাগরণ জন্য আহ্বান" শ্রোতৃবর্গ ভদ্র মহাশয়ের এই অভিনয় শুনিবার জন্য আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। রামচন্দ্রের দুর্গা দেবীর আরাধনার জন্য ব্রহ্মাকে দিয়া এই কার্য্যটি করাইয়াছিবেন।

বাঙ্গালা দেশে শরৎকাল আসিবামাত্র ভিখারী গায়কগণ মা দুর্গার স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে পিত্রালয় গিরিরাজ হিমালয়ের পুরীতে আনিবার জন্য মা দুর্গার গর্ভধারিণী গিরিরাণীর ব্যাকুল অনুরোধ লইয়া নানা কবির রচিত গান গাইতে শোনা যাইত। গায়কগণ কোন বাড়ীতে একটি পয়সা কোন বাড়ীতে এক মুষ্টি চাউলের বিনিময়ে গৃহস্থগণের মনে নানাভাবের সঞ্চার করিয়া যাইতেন। স্বাধীনতা লাভের পর যখন হঠাৎ আইন বা প্রথা প্রচলন হইল, ৵৩ তিন সেরের বেশি চাউল কেহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিবে না, তখন হইতে এই শ্রেণীর গায়ক আর দেখা যায় না। তাহাদের ভিক্ষালব্ধ চাউলও কাড়িয়া লইবার ভয়ে এবং আইনের আমলের ভয়ে এঁরা আর এই মধুর গান পরিবেশনে বিরত হইয়াছেন। আমরা কয়েকটি গান আমাদের পাঠকগণকে এই ক্ষুদ্র কাগজের সাহায্যে দিবার চেষ্টা করিলাম।

মা দুর্গা বালিকাবস্থায় উমা নামে অভিহিতা ছিলেন তখন তাঁহার মা মেনকা এঁর চাঁদ নেবার আবদারে যে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া স্বামী গিরিরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন সেই গানটি সাধক কবি ৺রামপ্রসাদ সেনের রচিত।

গিরিবর! আর আমি পারিনে যে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননীসরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে দেখিয়া শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা, মা, বলি ধরিয়া কর-অঙ্গুলি—
যেতে চায় আকাশ উপরে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ খুলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
উমারে লইয়া কোলে করে।
মুখ চুমি বলে হাসি, ধর উমা লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উমার হইল সুখ
বিনিন্দিত কোটী শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয় পুণ্যবান হিমালয়
জগৎ জননী যার ঘরে।

এ হেন কন্যাকে নারদ ঘটকালী করিয়া ভিক্ষুক মহাদেবের সহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন। বৎসরান্তে মা মেনকা সোনার উমাকে শরৎকালে তিন দিনের জন্য লইয়া যাইতে প্রতি বৎসর গিরিরাজকে অনুরোধ করেন। মাঝে মাঝে উমাকে স্বপ্নে দেখিয়া স্বামীকে পাষাণ বলিয়া গঞ্জনা দেন। গিরিরাণী মেনকার স্বপ্নের কথা স্বামীকে বর্ণনা করছেন—ভিখারী গাইল।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকাইল।
কহিছে শিখরী—কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলেম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাইল।
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি দয়া হলো না মহামায়ার
দেখ দেখি গিরি কি দোষ আমার—
পিতৃ দোষে মেয়ে পাষাণী হলো।

গিরিরাণী মেনকার অনুরোধে প্রতি বৎসর শরৎকালে পিতৃপক্ষের পর দেবীপক্ষের সপ্তমীতে উমাকে আনিতে হইবে। কৈলাসে শিব সকাশে স্বয়ং মেয়েকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া কন্যা গৌরীকেই অনুরোধ করেন—মা, তুই জামাইকে বেশ শান্তভাবে বুঝিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর মা। নেশা ভাঙ খেয়ে কি বলে জানি না, হয়তো ব্যথা পাব মা! মহামায়া মহাদেবকে পিতার আগমন বার্ত্তা দিয়া মায়ের দুঃখ শোকের কথা বলিতেছেন। মা-মেনকার পুত্র মৈনাক পর্ব্বত ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছেন মায়ের সেই ব্যথা ভিখারীরা গাহিয়া শুনাইতেন। মা মহামায়ার উক্তি ভিখারী গাইত।

গান

বদন তোল মদন রিপু!
যাইব জনক বসতি।
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে,
যোগেন্দ্র দাও অনুমতি।
সম্বৎসর হইল গত,
মা আমার কাঁদিছে কত।
বিদায় দাও তিন দিনের মত,
আসবো আমি শীঘ্রগতি॥
সিন্ধুতে ডুবেছে ভাই,
মায়ের আমার কেউ নাই,
সে কারণ হয়ে সদয়
বিদায় দাও হে পশুপতি।
এসেছেন পিতা অচল,
বলে আমায় চল চল,
দুটি আঁখি ছল ছল।
কৃপা কর আমার প্রতি।

সদানন্দ শিব প্রসন্ন হইলেন। বিজয়া দশমীর দিন প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। মা পিতৃসহ যাত্রা করিলেন—শিবের মা বোন কেউ নাই। মা যেমন ছিলেন সেই বেশেই যাইতেছেন।

নন্দী গোটা কত জবাফুল ও বেলপাতা নিয়ে ছুটে এসে মাকে ডেকে বল্লেন।

ভিখারীর—গান

দাঁড়া মা, দাঁড়া মা, উমা
ওমা উমেশ মোহিনী।
যাবি যদি বাপের বাড়ী,
সাজিয়ে দিই তোর পা দুখানি।
জানিমা জানিমা তারা,
তুই মা শিবের নয়ন তারা,
তিনদিন তোরে হ'য়ে হারা
সারা হবে ত্রিশূলপাণি।
বিল্বদলে জবা দিয়ে
রেখেছি অর্ঘ্য সাজায়ে
তাই দিয়ে চরণ সাজিয়ে
ধন্য হব মা ভবানী।
সদা এই মা শঙ্কা মনে
আবার শিব নিন্দা শুনে
পাষাণের মেয়ে পাষাণ প্রাণে
যদি ছেড়ে যাস্ জননী।

ষ্টোভে বিপত্তি

জঙ্গিপুর আদালতের অন্যতম প্রবীণ উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীদ্বারকানাথ সাহা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পরেশ ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। স্পিরিটের বোতলে আগুন ধরিয়া গিয়া এই বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শ্রীমান্ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে।

কুকুরের ব্যাধি

রঘুনাথগঞ্জে কুকুরের এক প্রকার রোগ দেখা দিয়াছে। এই রোগে দুইটী কুকুর মারা গিয়াছে। প্রথমে মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে এবং অল্প সময়েই ঘায়েল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

কোন্ দেশেতে...?

—:০:—

কোন্ দেশেতে জ্যান্ত-মানুষ সবার চেয়ে
সস্তা রে?
মরা হাতী লাখ টাকা,—আর মানুষ হয়ে
পস্তা রে!
ভাই হয়ে আর কোন্ দেশেতে বিদ্ধ করে
ভায়ের বুক?
নির্যাতিতা নারী কোথায়? নীরব কোথা
মায়ের মুখ।
খিদে পেয়ে কাঁদলে কোথা আছড়ে মারে পুত্রকে?
খুঁজলে পরে মিলবে নাকো চোখের জলের সূত্রকে!
খুনী কোথা খাতির পাবে? সত্য হেথা মর্‌গে যা—
এই দেশেতে বাঁচতে হলে রাতারাতি স্বর্গে যা!
কোন্ দেশেতে মিলবে এমন—মিথ্যা, কালোর
আড়ত রে?
সে আমাদের স্বাধীন দেশ, আমাদেরই ভারত রে?
কোন্ দেশেতে জুয়াচুরি—এমন করে মাস্তি পান?
কোন্ দেশেতে মন্ত্রীমশাই নয়ন মুদে নিদ্রা যান?
কোন্ দেশেতে চোরের আদর? সত্য হল
বন্দী রে—
ভাগাভাগি বাটাবাটির কোথায় এমন ফন্দী রে!
কোন দেশেতে খাদ্যে ভেজাল? শিক্ষালয়ে
দুর্নীতি?
কোন্ শাসনে পাপ করিতে হল সবার দূর ভীতি?
তস্করে পায় পুরস্কার, আর সাধুর লাগি গারদ রে—
সে আমাদের স্বাধীন দেশ, আমাদেরই ভারত রে!

—'যষ্টি-মধু' হইতে উদ্ধৃত

নাগা ও অসমীয়া

দিল্লীর রাজনীতিক মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে—নাগা আর অসমীয়া, এই দুয়ের মধ্যে কে বেশী চতুর? উত্তরে বলা যায়, অসমীয়ারাই সেয়ানা বেশী। কারণ, নাগারা ভারত রাষ্ট্র হইতে বাহির হওয়ার জন্য লড়াই করিতেছে, আর অসমীয়ারা লড়াই চালাইতেছে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সংবিধান উড়াইয়া দিবার জন্য।

পূজোর ফর্দ্দ

—:০:—

প্রিয়তম!
পূজোর ছুটি হ'তে আর
নাই ত বেশী দেরী।
ছুটি হবা মাত্র যেন
এস তুমি বাড়ী॥
পূজোর বরাত জিনিস কতক
কিনে আনা চাই।
ছোট্ট ক'রে তোমার কাছে
ফর্দ্দ দিনু তাই॥
ঝি, চাকর আর বামুন, নাপিত
ধোপা, মেথর তরে।
মোটা ঘেঁটে যেমন পার
এনো হিসেব ক'রে॥
যে সব গুলো খারাপ হ'লে
নিন্দে কর্‌বে লোকে।
লিখে দিচ্ছি সে সব গুলো
এনো দেখে দেখে॥
ভূতো আমার ছোট ভাই
বয়স হদ্দ চার।
ভালো দেখে একটি যেন
পোষাক এনো তার॥
বড় দাদার বউ এর জন্য
কাপড় আনা চায়।
আর বছর যা এনেছিলে
সে কাপড় না ছাই॥
আমার বাবা বুড়ো মানুষ
কবে যাবেন ম'রে।
এবার তাঁর জন্য একটি জোড়া
এনো সাদা পেড়ে॥
মায়ের তরে লালপেড়ে
ফরেসডাঙ্গা শাড়ী।
আহা লালপেড়ে কাপড়ে তিনি
খুসি থাকেন ভারী॥
টুনি আমার ছোট বোন্
দেখতে যেন পরী।
তার জন্যে এনো একখান
কাঞ্জিভরম্ শাড়ী॥

দেখুন হাসি, মনের কথা,
বিউটিফুল আর সই,
এদের কাপড়গুলো যেন
কিনো মানান সই ॥

সই এর মেয়ে রাধারাণী
বছর বছর দশ।
তার কাপড় খান খারাপ হ'লে
হবে অপযশ ॥

সই এর মেয়ের বকুল ফুল
নেহাৎ আপনার।
রাধারাণীর মতই একখান
কাপড় এনো তার ॥

দেবার থোবার গেল এবার
নিজের কথা কই।
জান ত ভাই হাল ফ্যাসানের
মেয়ে আমি নই ॥

সুতোর কাপড় কিনে কেবল
টাকা গুলো মাটি।
তাইতে বলি এবার একখান
এনো পার্শী শাটী ॥

আট পৌরে কাপড় আমার
বড় মোটা হয়।
ফরাসডাঙ্গাই সস্তা দেখে
এনো জোড়া ছয় ॥

সিল্কের ব্লাউজ, সেমিজ জামা
তিনটে তিনটে হ'লে।
দু'মাস কিন্‌তে হবে না আর
তাতেই যাবে চ'লে ॥

জোলার গামছায় গা মুছিলে
ছাল উঠে যায় ব'লে।
দু' চার খানা কিনে এনো
টার্কিস তোয়ালে ॥

জবাকুসুম, কেশরঞ্জন,
কুন্তলীন আদি।
কুন্তলা, কুন্তলবৃক্ষ,
কুন্তল-কৌমুদী ॥

শচীবিলাস, লক্ষ্মীবিলাস,
কমলাবিলাস।
ফুলেলা, সুষমা আর
মলিনাবিকাশ ॥

তিনটে ক'রে কেন যদি
ডজন দরে পাবে।
আর এই কয়টী হ'লে পরে
বছর চলে যাবে ॥

ভাল ভাল কয়েক বাক্স
সাবান এনো দেখে।
গা চর্ চর্ করে শুধু
বাজে সাবান মেখে ॥

পমেটম ইউ-ডি-কলম
এনো কয়েক শিশি।
আর কিছু নেব না আমি
এতেই হব খুসি ॥

মা বাপের বিদ্যে তুমি
শোন একবার।
অবাক হলেম দেখে আমি
তাদের ব্যবহার ॥

শাশুড়ী বুড়োতে গেল
সখটী ষোল আনা।
শিবপূজার ওজর ক'রে
মট্‌কা চান একখানা ॥

আবার বুড়ো ব'লে বৌমা
তুমি চিঠি যদি লেখ।
আমার জন্যে আন্‌তে বলো
ছোট একটি হুঁকো ॥

বাজে খরচ কর্‌তে গেলে
অমন অনেক আছে।
সকল দিকে দেখতে গেলে
প্রাণটা কি আর বাঁচে ॥

আমার ফর্দ্দির মধ্যে যেন
না হয় কিছু বাদ।
একটি জিনিস কমতি হলে
ঘটাব প্রমাদ ॥

জিনিসগুলি না মিলিলে
ফর্দ্দ অনুসারে।
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি
দেখ্‌বে এসে ঘরে ॥

আজকার পত্রখানি
এইখানে ইতি।
পথ চেয়ে রইল তোমার
সাধের শ্রীমতী ॥

সাদা দুই আনা ও আধ আনা ১লা অক্টোবর হইতে অচল হইবে

নয়াদিল্লী হইতে গত ২রা সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈষয়িক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরের ১লা অক্টোবর হইতে সাদা দুই আনা ও আধ আনা আর বাজারে চালু থাকবে না। তবে উক্ত উভয়বিধ মুদ্রা ১৯৬১ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল অফিস এবং ট্রেজারীসমূহে গ্রহণ করা হইবে। ঐ ঐ সময়ে রেল টিকিট ও ডাক টিকিটাদি ক্রয় এবং রেডিও লাইসেন্সের ফি প্রদানকালেও ঐ সকল মুদ্রা রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগে দেওয়া চলিবে। অতঃপর একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, নয়াদিল্লী, বাঙ্গালোর ও নাগপুরস্থ ইস্যু বিভাগে ঐগুলি গ্রাহ্য হইবে।

১৯৬০ সালের লোক গণনা

আগামী বৎসরের ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে দশ লক্ষ লোকগণনা কর্ম্মী ভারতের সর্ব্বত্র প্রতি গৃহে যাইয়া বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিবেন। এক নাগাড়ে ১৯ দিন কাজ চলিবার পরে ১লা হইতে ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে নবজাতকের সংখ্যা সংগ্রহ, প্রথম গণনায় যাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন তাঁহাদের নাম সংগ্রহ এবং পূর্ব্বে সংগৃহীত হিসাব পুনরায় মিলাইয়া দেখা যাইবে।

জীবনের গান

॥ সু—মো—দে ॥

দুর্গতিহারিণী দুর্গা করলি কি আর দুর্গতি নাশ ?
দুর্গতি দুর্য্যোগে মাগো, কাটছে জীবন বারোমাস !
নোয়াখালির তন্ত্রীতুলে বেঁধেছিলুম আসামে ঘর
ভেবেছিলুম সব দুর্গতি কাটলো বুঝি অতঃপর,
অপ্রসন্ন মোর এ বরাত
আমি হিন্দু বাঙালী জাত,
'বঙাল খেদা'র দুর্গতিতে সুখের স্বপ্ন বিফল নিরাশ !
দুর্গতিহারিণী দুর্গা করলি কি আর দুর্গতি নাশ ?
গুণ্ডাশাহীর বর্ব্বরতায় বন্যপশু মারলো ভোজ
বধূমাতা কন্যা দু'টি ধর্ষিতাদের পাইনি খোঁজ,
ঘর পোড়ালো গভীর রাতে
পুত্র মরলো ভাণ্ডাঘাতে,
দুধের শিশু নাত্নীটাকেও আছড়ে মেরে জাগায় এসে !
দুর্গতিহারিণী দুর্গা করলি কি আর দুর্গতি নাশ ?
আমিও জখম, গিন্নী পাগল, স্বদেশভূমেও ছিন্নমূল
হেথা হোথায় ঘুরছি কেবল স্রোতের তৃণ পাই না কূল,
অপরাধীর নাইক বিচার
ঠুঁটো জগন্নাথ লাট, সরকার,
মাতব্বরও সফর শেষে 'সব ঠিক হ্যায়' দিলেন ভাব !
দুর্গতিহারিণী দুর্গা করলি কি আর দুর্গতি নাশ ?

॥ একটি জিজ্ঞাসা ॥

—শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বহু উর্দ্ধে ওই সুনীল আকাশ :
সমাজ জীবনে ওর পড়বে কী ছায়া ?
মানুষ ? সভ্যতা হতে ছেড়ে যেন আশ,
আদিম বর্বর যুগে—ফিরে পায় কায়া !
মাথাটুকু গোঁজবার ঠাঁই আজ হারা
কাঁচা মাংস চিবোবার—পশুত্ব যে জাগে ;
চলনে-বলনে আর ব্যবহারে তারা
সংস্কৃতি পায়ে দ'লে চলিয়াছে আগে।
হাতবোমা, বাসে-ভ্যানে ; শিশু খায় ? তাও,—
আগুন ধরায় নিজে ভবিষ্যৎ ভুলি :
পুলিশে-মানুষে চলে—'খাই আর খাও'
সোডার বোতল শেষ ! লই ইট্ তুলি।
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঠাঁই হারা যারা,—
মানুষের সে বিবেকে—বাঁচবে কী তারা ?

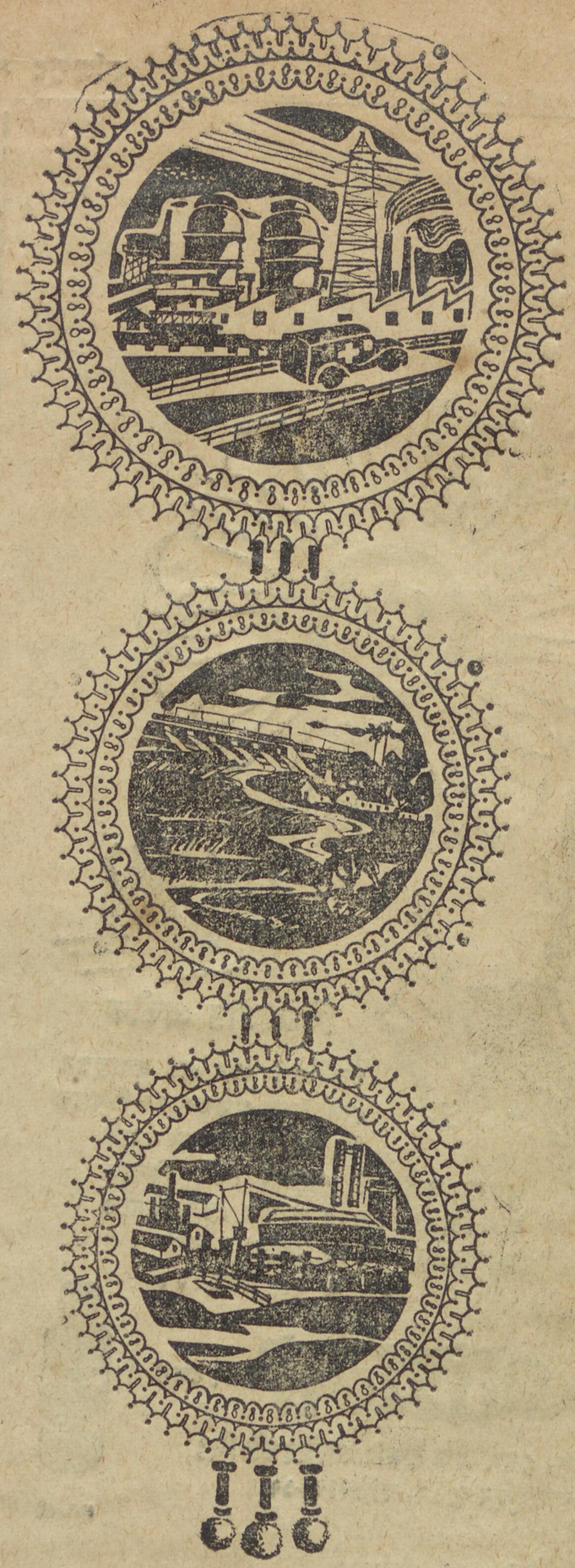

উৎসবের দিনে

শুভ সম্ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

KA-10

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।